



50074 - বধির্মীদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট উপহার-সামগ্রী বক্রি করার চাকুরী করা কী কারণে জন্ম জায়গে হবে?

প্রশ্ন

একটা ফ্যাক্টরি আছে যে ফ্যাক্টরি কাঁচের তৈরী উপহার-সামগ্রী উৎপাদন করে (যেমন- আতরের বোতল, মোমবাতিদানা) এবং এসব পণ্য বদিশে রপ্তানী করে। এ ফ্যাক্টরির পক্ষ থেকে আমাকে রপ্তানী সেকশনের ‘তত্ত্বাবধায়ক’ পদে চাকুরীর প্রস্তাব এসছে। কিন্তু, খ্রিস্টানদের উৎসবগুলো (খ্রিস্টমাস) উপলক্ষে ফ্যাক্টরি আমাকে তাদের উৎসব সংক্রান্ত কাঁচের তৈরী নানারকম উপহার-সামগ্রী উৎপাদন করার নর্দিশে দবি; যেমন- ক্রুশ ও মূর্তি। এই চাকুরী করা কী জায়গে হবে? কারণ আল্লাহ আমাকে কিছু ইলম ও আল্লাহর কতিব মুখস্থ করার নয়োমত দয়োর পর আমি আল্লাহকে ভয় করছি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কোন মুসলমানের জন্ম বধির্মীদের উৎসবে অংশগ্রহণ করা জায়গে নহে; সটো সরাসরি উপস্থিতি থাকার মাধ্যমে হোক কথিবা তাদেরকে এ উৎসব প্রতিষ্ঠা করা বা উৎসব সংশ্লিষ্ট উপহার সামগ্রী বক্রি করার সুযোগ করে দয়োর মাধ্যমে হোক না কেন?

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম বাণজি মন্তরীকে লখিছেলিনে: মুহাম্মদ ইব্রাহিম এর পক্ষ থেকে মাননীয় বাণজি মন্তরীর প্রতি (আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন)। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। পর সমাচার:

আমরা অবহতি হয়ছে যি, গত বছর কিছু কিছু ব্যবসায়ী খুস্টীয় বর্ষেরে শুরুতে খ্রিস্টানদের উৎসব কেন্দ্রিক কিছু উপহার সামগ্রী আমদানি করছে। আমদানিক্ত উপহার সামগ্রীর মধ্যরে রয়েছে ‘খ্রিস্টমাস-বৃক্ষ’ এবং কিছু কিছু সটোদি নাগরিকি এসব উপহার সামগ্রী ক্রয় করে আমাদরে দেশে অবস্থানরত বদিশৌ খ্রিস্টানদেরকে উপহার দয়িছে; তাদের সাথে এ উৎসবে অংশগ্রহণস্বরূপ। এটি গ্রহতি কাজ; তাদের এটি করা উচতি হয়নি। আমাদরে কোন সন্দহে নহে আপনারা জাননে যে, এটা নাজায়গে এবং আলমেগণ আহলে-কতিব ও মুশরকি প্রমুখ বধির্মীদের উৎসবে অংশ নয়ো হারাম হওয়ার ব্যাপারে যে ঐকমত্য উল্লেখ করছেন সটোও আপনার জানা রয়ছে।

অতএব, আমরা আশা করব আমাদরে দেশে এসব উপহার-সামগ্রী আমদানি করা এবং বধির্মীদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্য যসেব উপহারসামগ্রী একই বধিনারে আওতায় পড়ে সগেলো আমদানি করা নষিদিধ করবনে। [ফাতাওয়াস শাইখ মুহাম্মদ



বনি ইব্রাহিম (৩/১০৫)]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞাসে করা হয়েছিল:

কিছু কিছু মুসলমান খ্রিস্টানদের সাথে তাদের উৎসবগুলোতে অংশগ্রহণ করে; এ ব্যাপারে আপনার দকি-নরিদশেনা কি?

জবাবে তিনি বলেন:

কোন মুসলিম নর-নারীর জন্য ইহুদ-খ্রিস্টান কিংবা অন্য কোন বধিরমীদরে উৎসবে যোগদান করা জায়যে নয়। বরং এগুলো বর্জন করা ফরয। কেননা “যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করে সে তাদেরই দলভুক্ত”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে তাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণ করা কিংবা তাদের বশে ধরা থাকে সাবধান করছেন। তাই প্রত্যকে মুসলিম নর-নারীর কর্তব্য হচ্ছে- এ ব্যাপারে সাবধান থাকা। এবং মুসলিম নর-নারীর জন্য এসব কাজে বধিরমীদেরকে কোন ধরণে সহযোগিতা করা নাজায়যে। কেননা এসব উৎসব ইসলামী শরিয়ত বিরোধী। তাই এগুলোতে অংশগ্রহণ করা কিংবা তাদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দয়া নাজায়যে। এমনকি চা, কপা, কিংবা অন্য কিছু যমেন-পাত্র ইত্যাদি দিয়ে তাদেরকে সহযোগিতা করা নাজায়যে। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা নকী ও তাকওয়ার ক্ষত্রে পরস্পর পরস্পরকে সহযোগিতা করা; পাপ ও সীমালঙ্ঘনে ক্ষত্রে কেউ কাউকে সহযোগিতা করবে না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তদাতা”। [সূরা মায়িদা, আয়াত:২] বধিরমীদের সাথে তাদের উৎসবে যোগ দয়া পাপ ও সীমালঙ্ঘনে কাজে তাদেরকে সহযোগিতা করারই নামান্তর। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (৬/৪০৬)]

‘মলিনেয়াম উৎসব’ পালন বিষয়ে স্থায়ী কমিটির বিবৃতিতে এসছে:

ষষ্ঠ: কাফেরদেরকে তাদের উৎসব পালনে কোন ধরণে সহযোগিতা করা কোন মুসলিমের জন্য জায়যে নয়। যমেন- তাদের উৎসবের খবর প্রচার করা, ঘোষণা করা, যে কোন মাধ্যমে এসব উৎসবের দাওয়াত দয়া- সটো মডিফিকেশন দয়ার মাধ্যমে হোক, ঘড়ি স্থাপন করা ও বিভিন্ন ডিজিটাল বলি-বোর্ড স্থাপন করার মাধ্যমে হোক, স্মৃতিমূলক পোশাক বা সামগ্রী উৎপাদন করা, কার্ড-স্টিকার ছাপানো, এ উপলক্ষে বিপণীকেন্দ্রগুলোতে ছাড় ঘোষণা করা, এ উপলক্ষে আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করা, খেলাধুলার আয়োজন করা, এসব উৎসবের প্রতীক প্রচার করা ইত্যাদি যে মাধ্যমে হোক না কেন। এ ধরণে উৎসবের মধ্যে উল্লেখিত মলিনেয়াম উৎসবও পড়বে। [সমাপ্ত]

অতএব, প্রিয় ভাই আপনার জন্য বধিরমীদের উৎসবের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন জনিসি উৎপাদনে অংশ গ্রহণ করা জায়যে হবে না। আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এ চাকুরীটি ছেড়ে দনি। ইনশাআল্লাহ এর বদলে আল্লাহ আপনাকে অন্য একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে দবিনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।